পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

জেশপ বিল্ডিং (দ্বিতল)

৬৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

স্মারক নং-৬২০(১৮)/আর ডি/এন আর ই জি এ/১৮এস-০১/০৮ তারিখ ৩০/১/২০০৯

প্রেরক ঃ *মানবেন্দ্র নাথ রায়*
প্রধান সচিব

প্রাপক ঃ জেলা শাসক

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টী বা এন আর ই জি প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য মজুরী-ভিত্তিক কর্মদিবস সৃষ্টি করা ও তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য সম্পদ তৈরী করা। আমাদের রাজ্যে এই প্রকল্পে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য সম্পদ তৈরীতেই বেশী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ব্যক্তিগত সম্পদের উন্নয়ন (শুধুমাত্র তপসিলি জাতি, উপজাতি, দারিদ্র সীমার নীচে থাকা পরিবার, ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা ও ভূমি সংস্কারের উপভোক্তাদের জন্য) যেহেতু সম্ভব তাই ঐ সমস্ত কাজে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার।

অনুর্বর ও খরা প্রবণ এলাকাতে ব্যক্তিগত জমিতে পুকুর বা কুঁয়া খনন, জমি সমতলীকরণ, জমির পাথর বা বালি সরিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, জমির এক প্রান্তে - যেদিকে জমির ঢাল ও জল যেখানে গড়িয়ে যায় সেখানে মোট জমির পাঁচ ভাগের একভাগে জল ধরে রাখার জন্য ছোট পুকুর খনন যাতে বাকী জমিতে চাষ করা যায়, জমির ঢাল বরাবর ট্রেঞ্চ কেটে জল ধরে রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে জমিতে সেচের সুযোগ বাড়ানো ও তা অন্তত দু'ফসলী করে তোলার কাজ এই প্রকল্পে করা সম্ভব। যে সব জমিতে শস্য চাষ সম্ভব নয় বা ফলের বা ফুলের চাষের তুলনায় লাভজনক নয় সেই সব জমিতে ফলের বা ফুলের বাগান তৈরী করা ও তা ছয় মাস পর্যন্ত যত্ন করার খরচ এই প্রকল্পে করা সম্ভব। খরা প্রবণ এলাকায় আম, পেয়ারা, পেঁপে, মুসম্বী ইত্যাদি ফল এবং সমতল এলাকায় কলা (যা টিসু-কালচারের মাধ্যমে তৈরী চারা দিয়ে করা সম্ভব) নারকোল, সুপারী ইত্যাদির বাগান তৈরী করা সম্ভব যা পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী আয়ের উৎস হিসাবে কাজ করবে। পতিত জমিতে বাঁশ বা অন্যান্য অর্থকরী গাছ লাগানোও সম্ভব। এই প্রকল্পের সাহায্যে গ্রীণ হাউস তৈরী করে ফুল বা গাছের চারা উৎপাদনের মাধ্যমে স্বল্প জমির মালিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করে তাদের জীবিকা আরো উন্নত করা সম্ভব। গ্রীণ হাউস তৈরীর ক্ষেত্রে বাড়তি মালমশলা কেনার দরকার হতে পারে ও তার জন্য এন আর ই জি-র সঙ্গে অন্য প্রকল্পের সংযোগ (dovetail) করা দরকার - যে ব্যাপারে এই দপ্তরের ২১শে জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখের এস পি আর ডি-৯২(১৮)-০৯/আর ডি/পি/এন আর ই জি/১৮এস-০১/০৮ এবং ৩০.১.২০০৯ তারিখের নং ৫৯২(২০) আর ডি/পি/এন আর ই জি এ/১৮এস-০১/০৮ নং আদেশনামায় বলা হয়েছে। এছাড়াও যারা ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার উপযুক্ত তাদের প্রয়োজন থাকলে বাস্তু জমির উন্নয়নের জন্য স্কীম

নেওয়া যেতে পারে। সমস্ত পরিবার যাদের পারিবারিক সমীক্ষার স্কোর পি-২ সমান ১ বা ২ তাদের বাড়ির টাকা পেতে দেরী হলেও এখনই বাস্তু উন্নয়নের জন্য স্কীম নেওয়া সম্ভব। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই এক একটি স্কীম যদি ৫০,০০০ টাকার কম হয় তা হলে একই গ্রাম বা সংসদ বা কাছাকাছি গ্রামের একাধিক কাজগুলি নিয়ে একটি স্কীম তৈরী করা সম্ভব। এই সব কাজ এখনই করার জন্য যদি বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন দরকার হয় তার অনুমোদন দেওয়া হল।

এই ধরণের ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরীর বাড়তি সুবিধা হল যিনি উপভোক্তা তিনি সম্ভব হলে নিজেও মজুর হিসাবে কাজ করবেন ও স্কীম অনুযায়ী কাজ হল কিনা বুঝে নেবেন। এই সমস্ত কাজ অতি দ্রুত ও গুছিয়ে করার জন্য স্বনির্ভর দলের সদস্য যাদের মধ্যে এই ধরণের উপভোক্তা আছেন তাদের আগে চিহ্নিত করে ঐ স্বনির্ভর দলের মাধ্যমেই কাজ করানো সম্ভব। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যেহেতু - সর্ব-সাধারণের ব্যবহার্য্য সম্পদ তৈরীতে বেশী সময় দিতে বাধ্য হয় এবং তাদের লোকবল সীমিত তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের মাধ্যমে তার সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পদ উন্নয়ন করানো হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর তদারকীর চাপ খুব একটা বাড়বে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই এস্টিমেট প্রকল্পের মাপ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একই দৈর্ঘ্যের রাস্তার এস্টিমেট রাস্তার মান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে - কিন্তু একই সাইজের জমিতে যদি পুকুর খোড়া হয় - বা একই সাইজের যদি কলা বাগান বা আমের বাগান তৈরী হয় তা হলে তার এস্টিমেট সুনির্দিষ্ট হবে। তার ফলে প্রতিদিনের নজরদারীর অতটা প্রয়োজন হবে না। কাজটি শেষ হলে এস্টিমেট অনুযায়ী মজুরী ও তদারকীর খরচ (যা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রাপ্য হবে) তা একবারেই দেওয়া সম্ভব - শুধুমাত্র নিশ্চিত হতে হবে কাজটি এস্টিমেট অনুযায়ী শেষ হয়েছে কিনা। যে সব ক্ষেত্রে কাজগুলি অনেকদিন ধরে চলবে যাতে কজ শেষ হওয়ার পর মজুরী দিলে তা এন আর ই জি-তে মজুরী দেওয়ার নির্দেশিকার পরিপন্থী হবে সে ক্ষেত্রে কতটা কাজ শেষ করলে কতটাকা দেওয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট করে সেই অনুযায়ী - মজুরী ও মালমশলার খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কাজের মোট পরিমাণের ক্ষেত্রেও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তা নেওয়া যাবে ও কিছু কিছু নমুনা সমীক্ষা বা সন্দেহ হলে সব কাজই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কেউ দেখে আসতে পারবেন। এই সব ক্ষেত্রে মজুরী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য নন কিন্তু এই ধরণের কাজ করাতে চান তাদের স্কীমও ঐ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে করা যাবে।

এই সব কাজের ধাপগুলি হল প্রথমে জেলার উপযোগী কাজগুলি চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট এস্টিমেট তৈরী করা। তারপর ঐ ধরণের কাজের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার করা (দেওয়ালে লেখা, ছোট ছোট মিটিং করা ইত্যাদির মাধ্যমে) পঞ্চায়েতের সদস্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সম্পদ কর্মীদের ঐ প্রচারে সামিল করা। কিছুদিন ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে যারা এই বছরেই ঐ ধরণের কাজ করাতে চান (জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত সব কাজ বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই শেষ করতে হবে ও উদ্যান-পালন সংক্রান্ত কাজে বর্ষার সময়ের কথা ভেবে তৈরী হতে হবে) তাদের দরখাস্ত সংগ্রহ করে (যাতে কোন্ জমিতে ঐ কাজ হবে ও জমির মালিকের বিবরণ ইত্যাদি - যার জন্য ফর্ম ছাপিয়ে বিলি করতে হবে)। দরখাস্তগুলি পাওয়ার পরের পর্যায় হল যে সব স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই কাজে সামিল হবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সম্ভব হলে যেখানে ঐ ধরণের কাজ হয়েছে তা ঘুরিয়ে দেখানো। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লকের কর্মচারীদের ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও এই ব্যাপারে সচেতন করা দরকার। যেহেতু এই ধরণের ব্যাপক কাজ সব জায়গায় এক সঙ্গে শুরু করা সম্ভব নয় তাই যে সব অঞ্চলে পতিত জমি বেশী বা কাজের প্রয়োজন বেশী ও গ্রাম পঞ্চায়েত খুবই সক্রিয় সেখানে ঐ সব কাজ আগে শুরু করা যেতে পারে। জেলা ও ব্লক স্তরে সহায়তা করার জন্য এই সব কাজে পারদর্শী যদি কোন সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থাকে তাদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

বিশেষ ক্ষেত্রে যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তা না পাওয়া যায় ব্লক প্রোগ্রাম অফিসার ব্লক থেকে সরাসরি স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের মাধ্যমে এই কাজ করাতে পারবেন।

এই ধরণের কাজ ব্যাপক ভাবে এখনই শুরু করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে। কতজন পরিবারকে এই ধরণের কাজের জন্য চিহ্নিত করা হল ও কাজের অগ্রগতি নিয়মিত জানার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই বছরেই যাতে এই ধরণের যথেষ্ট সম্পদ তৈরী হয় ও মার্চ মাসের মধ্যেই তার একটি অংশের কাজ শেষ করা সম্ভব হয় তার জন্য এখনই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে। একই সঙ্গে এই নির্দেশিকার কপি সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে দ্রুত পৌঁছাতে ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতেও অনুরোধ করছি।

ইতি

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

স্মারক নং-৬২০/১(৫৭)/আর ডি/এন আর ই জি এ/১৮এস-০১/০৮ তারিখ ৩০/১/২০০৯

কপি ঃ

(১) সভাধিপতি _____

(২) শ্রী দিলিপ ঘোষ - এই কাজে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও এস আর ডি'র পি এস ইউদের যুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৩) ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার _____

(৪) প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর, ডি আর ডি সি _____

(৫) অতিরিক্ত নির্বাহি আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)